সাক্ষরতাদান কর্মসূচী আবার শুরু হইতেছে

॥ মোহাম্মদ শাহজাহান ॥

প্রায় দেড় বছর বন্ধ থাকার পর সরকারের সাক্ষরতাদান কর্মসূচী আবার শুরু হইতে যাইতেছে। নির্ভরযোগ্যসূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

জানা গিয়াছে, ১৯৮২ সনের মার্চের শেষ দিকে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আগের আমলের অনেক প্রকল্পের ব্যর্থতার কারণসমূহ যেমন অপচয় ফলাফল মূল্যায়নের সংকট, কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে অক্ষমতা, দুর্নীতি প্রভৃতি সাক্ষরতা প্রকল্পে বিরাজমান থাকার অভিযোগে এই কর্মসূচী স্থগিত রাখা হইয়াছিল। (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

সাক্ষরতাদান কর্মসূচী

(১ম পৃঃ পর)

গত বছর আগষ্ট মাসে পেশকৃত গণশিক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৮০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট দুই বছরের মধ্যে এক কোটি লোককে সাক্ষরতাদানের যে কর্মসূচী শুরু করিয়াছিলেন সেখানে ১৯৮১ সনের ডিসেম্বর নাগাদ ২২ মাসের অধিককাল সময়ে মাত্র সাত লাখ লোককে সাক্ষর করা গিয়াছে। সরকার এ কাজে সাত কোটি টাকা খরচ করিয়াছে। ১৯৮২ সনের মার্চের আগে পর্যন্ত তৎকালীন সরকারের পক্ষ হইতে দাবী করা হয়, উল্লেখিত সময়ে প্রায় তিরিশ লাখ লোক গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সাক্ষর হইয়াছেন। মূল্যায়নে অবশ্য ফলাফল দাঁড়ায় ভিন্ন। এই কর্মসূচীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ও তর্কবিতর্কের পর ১৯৮১ সনে গণশিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং কর্মসূচীর অন্যতম পুরোধা মোহাম্মদ ফেরদাউস খানের নেতৃত্বে এগারো সদস্যবিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিটি যথাসময়ে গত বছর আগষ্ট মাসে রিপোর্ট পেশ করেন। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং সরকারী উর্ধ্বতন মহল সাত কোটি টাকায় সাত লাখ লোকের সাক্ষরতাদানের কাজকে অপব্যয়ী কর্মসূচী হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তবে মূল্যায়ন কমিটির বক্তব্য মাথাপিছু একশত টাকা খরচ করিয়া একজন লোককে সাক্ষরতাদানে 'অপচয়' তেমন কিছু হয় নাই, বরং সাফল্য হিসাবেই ধরা যায়।

মূল্যায়ন রিপোর্টে সাক্ষরতা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বলা হয়ঃ (ক) সাক্ষরতাদানের জন্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থার (মেথডলজি) কার্যকর ব্যবহার হয় নাই, (খ) নিরক্ষর লোকদের সাক্ষরতা অর্জনে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় নাই।

গ) নবম শ্রেণীর উপর পড়ালেখা জানা সাক্ষর সমাজ যাহারা নিরক্ষরদের শেখাইবেন তাহাদের এবং বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষকদের যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায় নাই।

(ঘ) সরকারী কর্মচারীদেরকেও সাক্ষরতাদানে অংশীদার করার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করানো যায় নাই।

(ঙ) সদ্য সাক্ষরদের জন্য ব্যবহারোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের উপর সহজ ভাষায় লিখিত অজস্র পুস্তক এবং পাঠচর্চা অব্যাহত রাখার জন্য পত্রিকায় সরকারী খরচে নিয়মিত বিভাগ খোলার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। গত বছর আগষ্ট মাসে এই রিপোর্ট পেশের পরে সরকার এ ব্যাপারে কোন নূতন কর্মসূচী গ্রহণে আগান নাই, বর্তমানে 'গ্রামমুখী তৎপরতার' অঙ্গ হিসাবে নূতনভাবে আগানোর চেষ্টা চলিতেছে। দেশের সর্বশেষ আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী সাক্ষরতা হার শতকরা ছাব্বিশ-এ দাঁড়াইয়াছে। ১৯৭৪ সনে সাক্ষরতা হার ছিল শতকরা বাইশ দশমিক দুই ভাগ।

গণশিক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়ন কমিটির মতে প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমানের আমলে অত্যধিক উচ্ছ্বাসপ্রবণতা পরিহার করিয়া পদ্ধতিগত ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করিলে কর্মসূচী আরও অনেকখানি সাফল্যমণ্ডিত হইত, বর্তমানে এই দিকে নজর দেওয়ার উপরই কমিটি গুরুত্ব দেয়।

জানা যায়, সাক্ষরতা কর্মসূচীর জন্য 'লেখাপড়া' নামক মোহাম্মদ ফেরদাউস খান প্রণীত এবং সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বইখানার যে ৪৮ লাখ কপি ১৯৮০ সনের প্রথম দিকে ছাপা হয় উহা মোটামুটি বিতরণ করা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৮২ সনের প্রথম চার মাসের মধ্যে প্রকাশিত প্রায় ৬২ লাখ কপির বেশীর ভাগই বিভিন্ন স্থানের সরকারী অফিসে স্তূপীকৃত রহিয়াছে কিংবা অন্যকিছু হইয়াছে, বিতরণ হয় নাই, কারণ এইগুলি ছাপার পর কর্মসূচী স্থগিত ঘোষিত হয়।